পদ্মার এপারের বিদ্যুৎ

ওজোপাডিকো বার্তা

ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিঃ-এর মুখপত্র

(An Enterprise of Bangladesh Power Development Board)

তৃতীয় বর্ষ | ৭ম সংখ্যা | এপ্রিল-জুন২০১৯ইং

ইনোভেশন শোকেসিং-২০১৯ প্রতিযোগীতায় ওজোপাডিকো'র ৩য় স্থান অর্জন

দেশব্যাপি নাগরিক সেবা বৃদ্ধি ও দাপ্তরিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন এর লক্ষে বিদ্যুৎ বিভাগের আয়োজনে ইনোভেশন শোকেসিং-২০১৯ প্রতিযোগীতা গত ১০ এপ্রিল বিদ্যুৎ ভবনস্থ বিজয় হলে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ড. তৌফিক-ই-ইলাহী চৌধুরী বীর বিক্রম, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিষয়ক উপদেষ্টা, বিশেষ অতিথি হিসাবে জনাব নসরুল হামিদ এমপি, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সিনিয়র সচিব (সমন্বয় ও সংস্কার) ড. মোঃ শামসুল আরেফিন, সভাপতি হিসাবে বিদ্যুৎ বিভাগের সচিব ড. আহমদ কায়কাউস। এছাড়াও অন্যান্যেদের মঝে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যুৎ বিভাগের চিফ ইনোভেশন কর্মকর্তা ও ওজোপাডিকো'র চেয়ারম্যান অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) মোছাঃ মাকছুদা খাতুন এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রধানসহ অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ।

ইনোভেশন শোকেসিং-২০১৯ পুরুস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিষয়ক উপদেষ্টা ড. তৌফিক-ই-ইলাহী চৌধুরী বীর বিক্রম পুরুস্কার তুলে দিচ্ছেন ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেডের পরিচালক (অর্থ) রতন কুমার দেবনাথকে।

ইনোভেশন শোকেসিং-২০১৯ প্রতিযোগীতায় বিদ্যুৎ বিভাগ সহ এর আওতাধীন ১২টি দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানি মোট ২৬টি নির্বাচিত উদ্যোগ নিয়ে অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেন এবং দিনব্যাপি প্রদর্শন করেন। অনুষ্ঠানে উল্লেখযোগ্য উদ্ভাবনী উদ্যোগগুলির মধ্যে রয়েছে বিদ্যুৎ বিভাগের- অনলাইন রিক্যুজিশন ও স্টোর ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম, স্রেডার- জাতীয়

বাকী অংশ শেষ পাতায়

জিআইএস ৩৩/১১ কেভি বিদ্যুৎ উপকেন্দ্র নির্মাণে চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত

পদ্মার এপারের বিদ্যুৎ বিতরণকারী প্রতিষ্ঠান ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড(ওজোপাডিকো) প্রথমবারের মত আধুনিক প্রযুক্তি সম্পন্ন ০২(দুই)টি Gas Insulated Substation(GIS) উপকেন্দ্র নির্মানের জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়েছে। গত ০৩ এপ্রিল বিদ্যুৎ ভবনস্থ, মুক্তি হল, ঢাকায় এক বর্নাঢ্য অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ওজোপাডিকো ও তুর্কি প্রতিষ্ঠান EKOSinerji এর মধ্যে যৌথভাবে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

চুক্তিতে ওজোপাডিকোর পক্ষে বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থা সম্প্রসারন ও আপগ্রেডেশন (EAUPDSP) প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক প্রকৌঃ মোঃ আবু হাসান এবং EKOSinerji এর পক্ষে চেয়ারম্যান ইগিত আকবাস স্বাক্ষর করেন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে বিদ্যুৎ বিভাগের সিনিয়র সচিব ড. আহমদ কায়কাউস এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান খালেদ মাহমুদ উপস্থিত ছিলেন। সভাপতিত্ব করেন ওজোপাডিকোর

ওজোপাডিকো ও EKOSinerji,Turkey এর মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে বিদ্যুৎ বিভাগের সিনিয়র সচিব ড. আহমদ কায়কাউস ও বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান খালেদ মাহমুদসহ কর্মকর্তাদের একাংশ।

চেয়ারম্যান ও অতিরিক্ত সচিব(প্রশাসন) মাকসুদা খাতুন, বিদ্যুৎ বিভাগ, বিজ্ঞাখস মন্ত্রণালয়। এছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ওজোপাডিকোর ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রকৌশলী মোঃ শফিক উদ্দিন, OTAEN International এর সিইও প্রকৌশলী মোঃ সোহেল রানা সহ সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তাবৃন্দ।

মেধাবীমুখ

তাসফিয়া জামান ধরিত্রী বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক পরিষদ কর্তৃক আয়োজিত সংগীত প্রতিযোগীতায় নজরুল সংগীতে প্রথম স্থান এবং লোক সংগীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে। সে খুলনা বেতারের কল্লোল অনুষ্ঠানের একজন নিয়মিত শিশু শিল্পী। ধরিত্রী ওজোপাডিকোর পরিকল্পনা ও উন্নয়ন দপ্তরের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মোঃ সাইফুজ্জামান ও মোছাঃ শাহিনা জামানের কনিষ্ঠা কন্যা। খুলনা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণির ছাত্রী, পিইসি পরীক্ষার্থী ধরিত্রী সবার নিকট দোয়া প্রার্থী।

আবৃত্তি রহমান রোজা, ২০১৮ সালের প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় কুষ্টিয়া সরকারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় থেকে গোল্ডেন জিপিএ-৫ (ট্যালেন্টপুলে বৃত্তি প্রাপ্ত) পেয়ে কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হয়েছে । সে ওজোপাডিকোর কুষ্টিয়া পওস সার্কেলের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (ভারপ্রাপ্ত) মোঃ আরিফুর রহমান ও কুষ্টিয়া সিভিল সার্জন অফিসের মেডিকেল অফিসার ডাঃ জেসমিন আরা- এর সুযোগ্য কন্যা। সে সকলের নিকট দোয়া প্রার্থী।

শুনেহরা রহমান অহনা, ২০১৯ সালের এস.এস.সি পরীক্ষায় বাংলাদেশ নৌবাহিনী স্কুল এন্ড কলেজ থেকে বিজ্ঞান বিভাগে জিপিএ-৫ পেয়ে কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হয়েছে। সে ওজোপাডিকো'র বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-২, খুলনা এর নির্বাহী প্রকৌশলী মোঃ মামুনর রহমান ও পারভীন মহসিনা ইসলাম-এর সুযোগ্য কন্যা। সে সকলের নিকট দোয়া প্রার্থী।

তাছনিম খান, ২০১৮ সালের জেএসসি পরীক্ষায় কুষ্টিয়া বিদ্যালয় থেকে জিপিএ-৫ ও সাধারণ গ্রেডে বৃত্তি পেয়ে কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হয়েছে। সে কুষ্টিয়া পওস সার্কেলের কম্পিউটার অপারেটর মোঃ আবুল কাশেম ও তাছলিমা আখতার- এর সুযোগ্য পুত্র। সে সকলের নিকট দোয়া প্রার্থী।

মোঃ ফাহিম আব্দুল্লাহ পরাগ, ২০১৮ সালের প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় খুলনা জিলা স্কুল থেকে গোল্ডেন জিপিএ-৫ পেয়ে কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হয়েছে । সে জনাব মোঃ রবিউল হক, সাবেক ভারপ্রাপ্ত নির্বাহী প্রকৌশলী, পিরোজপুর বিদ্যুৎ সরবরাহ, ওজোপাডিকো, পিরোজপুর এর পুত্র এবং জনাব ফারিয়া হক পুষ্প, সহকারী প্রকৌশলী, বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-২, ওজোপাডিকো, খুলনা এর ভাই। সে সকলের নিকট দোয়া প্রার্থী।

সাওমুন সাবা খান, ২০১৮ সালের প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় কুষ্টিয়া সরকারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় থেকে গোল্ডেন জিপিএ-৫ ও ট্যালেন্টপুলে বৃত্তি পেয়ে কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হয়েছে । সে বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-১, ওজোপাডিকো কুষ্টিয়ার উচ্চমান হিসাব সহকারী মোঃ নুরুল আমিন খান ও পারভিন আখতার- এর সুযোগ্য কন্যা। সে সকলের নিকট দোয়া প্রার্থী।

তারিন তাসনিম, ২০১৯ সালের পি.এস.সি পরীক্ষায় বাংলাদেশ পৌরসভা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, বরিশাল থেকে গোল্ডেন জিপিএ-৫ পেয়ে কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হয়েছে। সে ওজোপাডিকো'র বরগুনা বিদ্যুৎ সরবরাহের মিটার রিডার-বি মোঃ ইকবাল আহম্মেদ ও শামীমা বেগম-এর সুযোগ্য কন্যা। সে সকলের নিকট দোয়া প্রার্থী।

ওজোপাডিকোতে পরিচ্ছন্নতা সপ্তাহ-২০১৯ পালিত

গত ১৪-২০ জুন পরিচ্ছন্নতা সপ্তাহ-২০১৯ উদ্‌যাপন উপলক্ষে ওজোপাডিকো নানান পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে পরিচ্ছন্নতাকাজের উদ্বোধন করেছে। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ওজোপাডিকোর ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রকৌশলী মোঃ শফিক উদ্দিনসহ নির্বাহী পরিচালক (অর্থ) রতন কুমার দেবনাথ, এফসিএমএ। আরও উপস্থিত ছিলেন কোম্পানি সচিব মোঃ আব্দুল মোতালেব, উপ-মহাব্যবস্থাপক, এইচআরএডমিন মোঃ আলমগীর কবীর, প্রকল্প পরিচালক ও তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌঃ মোঃ আবু হাসান, উপ-মহাব্যবস্থাপক, অডিট মোঃ ফারুক আব্দুল্লাহসহ বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ।

পরিচ্ছন্নতা সপ্তাহ-২০১৯ উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে ওজোপাডিকোর ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রকৌশলী মোঃ শফিক উদ্দিনসহ কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দের একাংশ।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি বলেন কর্মক্ষেত্র পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকলে যেমন কাজে আনন্দ পাওয়া যায় তেমন মশা বাহিত রোগ ছাড়াও নানান অসুখ হতে পরিত্রান পাওয়া যায়। কর্মক্ষেত্র পরিষ্কার রাখতে ওজোপাডিকো নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে-

- প্রতিদিন ময়লা আবর্জনা, টুকরা কাগজ পত্র ইত্যাদি অপসারণ করতে হবে।
- ময়লা ফেলার জন্য ডাস্টবিন স্থাপন করতে হবে এবং যথাসময়ে তা অপসারণ করতে হবে।
- সকল শক্ত ফ্লোর স্পেস ফ্লোর মপের সাহায্যে ভালোভাবে পরিষ্কার করতে হবে।
- ডেস্ক, টেলিফোন, ক্যালকুলেটর, কম্পিউটার কীবোর্ড, প্রিন্টার ইত্যাদি পরিষ্কার কাপড় ও জীবাণুমুক্তকরণ লিকুইড দ্বারা জীবাণুমুক্ত রাখতে হবে।
- প্রয়োজন ক্ষেত্রে ভ্যাকুয়াম ক্লিনার ব্যবহার করে কার্পেট, ম্যাট ইত্যাদি পরিষ্কার রাখতে হবে।
- প্রতি সপ্তাহে ডেস্ক, ফাইল কেবিনেট, আলমারী, তাকসমূহ ইত্যাদি হতে ধুলো-ময়লা অপসারণ করতে হবে।
- ভেন্টিলেটর সমূহ, তাকসমূহ, জানালার ধার, বৈদ্যুতিক পাখা ইত্যাদি নিয়োমিত মুছে পরিষ্কার রাখতে হবে।

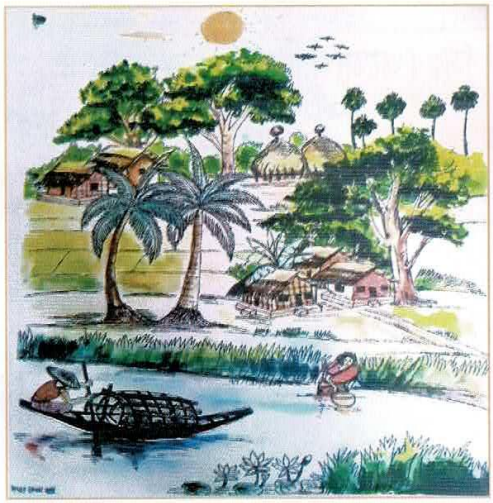

ছবিটি একেছে:
ইয়ানুর বেগম মুমু
সে ওজোপাডিকো'র বরগুনা বিদ্যুৎ সরবরাহের মিটার রিডার-বি মোঃ ইকবাল আহম্মেদ ও শামীমা বেগম-এর কন্যা।

নারীর ক্ষমতায়নে বাংলাদেশ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

*ফারিয়া হক পুষ্প

দেশের উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে পুরুষের পাশাপাশি নারীর ভূমিকা অনস্বীকার্য। পরিবার-সংসার সামলে স্ব স্ব ক্ষেত্রে বাংলাদেশের আলোকিত নারীরা তাদের দৃপ্ত ও সাহসী পদচারণায় সাফল্যের স্বাক্ষর রাখছেন; সমৃদ্ধ করছেন পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র। দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করে অলংকৃত করছেন রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ পদ। দেশের রাজনীতি, প্রশাসন, সংসদ, সরকারি-বেসরকারি-স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান, ব্যবসা-বাণিজ্য, ক্রীড়াঙ্গনসহ চ্যালেঞ্জিং কাজে যোগ্যতার প্রমাণ দিচ্ছেন বাংলাদেশের অপরাজিতা নারীরা। এমনকি এভারেস্টের সর্বোচ্চ চূড়ায় বিজয়ের পদচিহ্ন এঁকে চলেছেন বাংলাদেশের অদম্য নারীরা। সাফল্য আর অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশের ভাবমূর্তি আন্তর্জাতিক অঙ্গনে উজ্জ্বল করছেনও এমন কোনও খাত নেই যেখানে নারীরা দায়িত্ব পালন করছেন না। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) সমীক্ষা অনুযায়ী কর্মজীবী পুরুষের তুলনায় কর্মজীবী নারী কাজ করেন তিনগুণ। দেশের অভ্যন্তরে অর্থনীতির মূল কর্মক্ষেত্রগুলোতে নারীর অবদান ক্রমাগত বাড়ছে।

নারীর ক্ষমতায়ন ও উন্নয়ন ছাড়া দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন সম্ভব নয় এ গভীর উপলব্ধি থেকেই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রথম নারীর ক্ষমতায়ন ও নারী সমাজের উন্নয়নের লক্ষ্যে পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। স্বাধীনতা উত্তর তিনি উপহার দিয়েছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান যা রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারীর সমঅধিকার ও ক্ষমতায়ন সুসংহতকরণে অত্যন্ত বলিষ্ঠ পদক্ষেপ।

নারী উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নে বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দক্ষ নেতৃত্বে বাংলাদেশ অসামান্য সাফল্য অর্জন করেছে-এর স্বীকৃতিও মিলেছে বিশ্বজুড়ে। বর্তমান সরকার দেশের নারী সমাজের সার্বিক উন্নয়ন, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিশেষ উদ্যোগে চলমান দশটি কর্মসূচীর মধ্যে নারীর ক্ষমতায়ন একটি। নারীর ক্ষমতায়ন ও জেন্ডার সমতা নির্ধারণে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ৪টি বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে- নারীর সামর্থ্য উন্নীতকরণ, নারীর অর্থনৈতিক প্রাপ্তি বৃদ্ধিকরণ, নারীর মতপ্রকাশ ও মতপ্রকাশের মাধ্যম সম্প্রসারণ এবং নারী উন্নয়নে পরিবেশ সৃষ্টিকরণ।নারীর ক্ষমতায়ন ও নারী সমাজের উন্নয়নে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নিরলস প্রচেষ্টায় তাই বিশ্বে বাংলাদেশ রোল মডেল হিসাবে সমাদৃত এবং প্রশংসিত।

বিশ্ব গণমাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়নে বাংলাদেশের সাফল্যের বিষয়টি গুরুত্ব পেয়েছে।জাতিসংঘে অনুষ্ঠিত সাধারণ পরিষদের সভায় নারীর ক্ষমতায়নের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দুটি গুরুত্বপূর্ণ পুরস্কার 'প্লানেট ৫০-৫০ চ্যাম্পিয়ন' এবং 'এজেন্ট অব চেঞ্জ এ্যাওয়ার্ড' অর্জনের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়নে অসামান্য সাফল্য দেখিয়েছে বাংলাদেশ। আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন গবেষণা সংস্থা 'দ্য স্ট্যাটিসটিক্স' তাদের প্রতিবেদনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে বিশ্বের দ্বিতীয় সেরা প্রধানমন্ত্রী হিসেবে মনোনীত করেছে। ইনস্টিটিউট অব সাউথ এশিয়ান উইমেন নারীর ক্ষমতায়নে অসাধারণ অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে'লাইফটাইম কনট্রিবিউশন ফর উইমেন এমপাওয়ারমেন্ট অ্যাওয়ার্ড' প্রদান করেছে।নারী শিক্ষা ও নারী উদ্যোক্তাদের অগ্রগতি অর্জনের স্বীকৃতি হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক বেসরকারী সংস্থা 'দ্য গ্লোবাল সামিট অব উইমেন' এর পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে 'গ্লোবাল উইমেনস লিডারশিপ' এ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়েছে।বঙ্গবন্ধুর আদর্শে উজ্জীবিত মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নারীর সমঅধিকার ও ক্ষমতায়ন সুসংহতকরণে গৃহীত বহুমুখী কার্যক্রমের স্বীকৃতি হিসেবে বিভিন্ন পুরস্কারপ্রাপ্তি বাংলাদেশে নারী সমাজের অগ্রযাত্রার জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি। তাই বাংলাদেশে নারীর ক্ষমতায়নে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সারা বিশ্বে রোল মডেল।

*সহকারী প্রকৌশলী, বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-২
ওজোপাডিকোলিঃ,খুলনা।

ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিঃ (ওজোপাডিকো)
(বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের একটি প্রতিষ্ঠান)
শেখ হাসিনার উদ্যোগ ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ
স্মার্ট প্রি-পেমেন্ট মিটার ব্যবহার করি, ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়তে সহযোগিতা করি
বিদ্যুৎ একটি জাতীয় সম্পদ, ইহা ব্যবহারে সাশ্রয়ী হই এবং বিদ্যুতের খরচ বাঁচাই।

- স্মার্ট প্রি-পেমেন্ট মিটার শর্ট সার্কিট জনিত দূর্ঘটনা রোধ করে গ্রাহকের বিদ্যুৎ ব্যবহার নিরাপদ রাখে।
- আপনার পরিবারের বাজেট অনুযায়ী বিদ্যুৎ ব্যবহারে সাশ্রয়ী হওয়া যায়।
- ঘরে বসেই স্মার্ট প্রি-পেমেন্ট মিটারে মোবাইল এ্যাপস্ এর মাধ্যমে রিচার্জ করা যায়।
- মিটার প্রতিস্থাপনের সময় প্রতি গ্রাহককে অপারেটিং ম্যানুয়াল প্রদান করায় গ্রাহকগণ সহজেই বিদ্যুৎ ব্যবহারের পদ্ধতি সম্পর্কে জানতে পারেন।
- মিটারে ব্যালান্স শেষ হয়ে গেলে তাৎক্ষণিকভাবে মিটার হতে ১০০/-(একশত) টাকা অগ্রিম ব্যালান্স নেয়া যায়। ফলে বিদ্যুৎ বন্ধ হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই।
- নিট বিদ্যুৎ বিলের উপর ১% রিবেট দেয়ায় গ্রাহকগণ লাভবান হয়।
- স্মার্ট প্রি-পেমেন্ট মিটার ব্যবহার করলে বিদ্যুৎ বিলের বিলম্ব মাশুল থাকবে না।
- সাপ্তাহিক ছুটি, সরকারি ছুটির দিনে এবং অফিস সময়ের পরে (বিকাল ৪:০০ টা থেকে পরদিন সকাল ১০:০০টা পর্যন্ত) মিটারে ব্যালান্স না থাকলেও বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হবে না।

ওজোপাডিকো সদা গ্রাহক সেবায় নিয়োজিত
বিদ্যুৎ ভবন, বয়রা মেইন রোড, খুলনা- ৯০০০। ফোনঃ- ০৪১-৮১১৫৭৪, ফ্যাক্সঃ ০৪১-৭৩১৭৮৬
E-mail: md@wzpdcl.org.bd,Web : www.wzpdcl.org.bd

'স্ট্রোক'

*মোঃ আবুল বাশার

পৃথিবীতে প্রতি ছয় সেকেন্ডে একজন স্ট্রোকে মারা যান। স্ট্রোকে মানুষ হারাচ্ছে কার্যক্ষমতা এবং ব্যয় হচ্ছে প্রচুর অর্থ। অপর্যাপ্ত চিকিৎসায় স্ট্রোকে আক্রান্ত রোগী হয়ে যাচ্ছেন শারীরিক, মানসিক ও কর্মক্ষেত্রে অক্ষম। স্ট্রোক মস্তিষ্কের রক্তনালির জটিলতাজনিত রোগ। জেনে নেওয়া যাক স্ট্রোক কী, কেন হয় এবং স্ট্রোক রোগীর ক্ষেত্রে ফিজিওথেরাপির প্রয়োজনীয়তা।

স্ট্রোক কী ?

কোনো কারণে মস্তিষ্কের নিজস্ব রক্ত সঞ্চালন প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত হওয়ার ফলে স্নায়ুকোষ নষ্ট হয়ে যাওয়াকে স্ট্রোক বলে। স্ট্রোককে চিকিৎসা বিজ্ঞানের পরিভাষায় সেরিব্রো ভাসকুলার এক্সিডেন্ট বলা হয়, যা বাংলা করলে দাড়ায়, মস্তিষ্কের রক্তনালির দুর্ঘটনা। মস্তিষ্কের বিভিন্ন জায়গা আমাদের শরীরের বিভিন্ন কাজের জন্য নির্দিষ্ট থাকে। তাই মস্তিষ্কের কোথায়, কতটুকু আক্রান্ত। হয়েছে তার ওপর নিভর্র করে স্ট্রোকের ভয়াবহতা।

স্ট্রোক হওয়ার কারণ :

প্রধানত দুটি কারণে স্ট্রোক হয়ে থাকে। মস্তিষ্কের রক্তনালিতে কোনো কিছু জমাট বাঁধলে এতে রক্তের নালিকা বন্ধ হয়ে যায় এবং মস্তিষ্কের আক্রান্ত অংশের স্নায়ুকোষগুলো অক্সিজেনের অভাবে মারা যায়। এ ছাড়াও মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ ঘটলে এর ফলে উচ্চরক্তচাপ এই স্ট্রোকের অন্যতম কারণ, যেখানে ছোট ছোট রক্তনালিকা ছিড়ে রক্তক্ষরণ হয়, ফলে মস্তিষ্কের মধ্যে চাপ বেড়ে যায় এবং অক্সিজেনের অভাবে মস্তিষ্কের স্নায়ুকোষগুলো মারা যায়।

স্ট্রোকের উপসর্গসমূহ :

হঠাৎ অতিরিক্ত মাথা ব্যথা, হঠাৎ মুখ, হাত ও পা অবশ হয়ে যাওয়া (সাধারণত শরীরের যে কোনো এক পাশ) অনেক সময় মুখের মাংসপেশি অবশ হয়ে যায়। এর ফলে লালা ঝরতে থাকে, হঠাৎ কথা বলতে এবং বুঝতে সমস্যা হওয়া, এক চোখে অথবা দুই চোখে। দেখতে সমস্যা হওয়া, ব্যালেন্স বা সোজা হয়ে বসা ও দাঁড়াতে সমস্যা হওয়া, মাথা ঘুরানো এবং হাঁটতে সমস্যা হওয়া। ডায়াবেটিস ও উচ্চরক্তচাপ, ধূমপান, স্থূলতা, উচ্চ কলেস্টেরলের মাত্রা এবং হৃদরোগে আক্রান্ত রোগীদের ব্রেইন স্ট্রোকের ঝুঁকি বেশি। মহিলাদের ক্ষেত্রে জন্মনিয়ন্ত্রণের ব্যবহার অতিরিক্ত ঝুঁকি বহন করে। মস্তিষ্কে রক্ত সরবরাহে কোনো বাঁধার সৃষ্টি হলেই মূলত ব্রেইন স্ট্রোক হয়। তবে এর কিছু লক্ষণ রয়েছে, যা নিম্নে আলোচনা করা হলো-

>> মুখ বেঁকে যাওয়া: রোগীর মুখের এক পাশে যদি অসাড়তা অনুভব করে অথবা রোগীর মুখের এক পাশ যদি বেঁকে যায়, তাহলে তাকে দ্রুত ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে হবে। তখন রোগীকে হাসার অনুরোধ করলে তিনি হাসতে পারেন না। ব্রেইন স্ট্রোকের প্রধান লক্ষণ মুখ বেকে যাওয়া এবং হাসতে না পারা।

>> হাতে দুর্বলতা : একজন স্ট্রোকের রোগী তার এক হাত অথবা উভয় হাত বা পা অবশ বা দুর্বলতা অনুভব করে, যা স্ট্রোকের লক্ষণ হতে পারে। স্ট্রোকের রোগী। তার হাত উপরে উঠাতে পারেন না। ওপর দিকে উঠাতে নিলে তার হাত নিচের দিকে নেমে আসবে।

>> কথা বলতে অসুবিধা : একজন স্ট্রোকের রোগী বক্তৃতা প্রদানের সময় ঠিকমতো কথা বলতে পারবেন না। তারা একই প্রশ্নের বিভিন্ন উত্তর প্রদান করবেন। এমনকি দুই চোখে না দেখতে পাওয়া, কিংবা দেখতে অসুবিধা হওয়া।

>> মাথায় প্রণ্ড ব্যথা অনুভব করা :

হঠাৎ করে কারণ ছাড়াই প্রচন্ড মাথা ব্যথার অনুভব হতে পারে। এটি রক্তক্ষরণজনিত স্ট্রোকের প্রতি ইঙ্গিত করে।

>> শর্ট মেমোরি লস :

স্ট্রোকের রোগীরা তাদের আপনজনকেও চিনতে পারেন না। এমনকি নিজের নাম পর্যন্ত ভুলে যান। ডাক্তারদের ভাষায় একে শর্ট মেমোরি লস বলে থাকেন। এমন অবস্থা দেখলে দ্রুত ডাক্তারের কাছে নিয়ে যান এবং চিকিৎসা নিন।

স্ট্রোক-পরবর্তী সমস্যা :

শরীরের এক পাশ অথবা অনেক সময় দুই পাশ অবশ হয়ে যায়, মাংসপেশির টান প্রাথমিক পর্যায়ে কমে যায় এবং পরে আস্তে আস্তে টান বাড়তে থাকে, হাত ও পায়ে ব্যথা থাকতে পারে, হাত ও পায়ের নড়াচড়া সম্পূর্ণ অথবা আংশিকভাবে কমে যেতে পারে, মাংসপেশি শুকিয়ে অথবা শক্ত হয়ে যেতে পারে, হাঁটাচলা, উঠবস, বিছানায় নড়াচড়া ইত্যাদি কমে যেতে পারে, নড়াচড়া কমে যাওয়ায় চাপজনিত ঘা দেখা দিতে পারে, শোল্ডার বা ঘাড়ের জয়েন্ট সরে যেতে পারে।

চিকিৎসা পদ্ধতি :

স্ট্রোক-পরবর্তী সমস্যাগুলো দূর করে শরীরের স্বাভাবিক কার্যক্ষমতা ফিরিয়ে আনতে প্রয়োজন সঠিক চিকিৎসা। একজন বিশেষজ্ঞ ফিজিওথেরাপিস্টের তত্ত্বাবধানে হাসপাতালে ভর্তি করান। নিয়মিত দিনে ৩/৪ বার থেরাপি চিকিৎসা নিতে হবে অন্তত ২ থেকে ৬ মাস। মনে রাখবেন, স্ট্রোকের পর যত দ্রুত ফিজিওথেরাপি চিকিৎসা শুরু করা যাবে রোগীর কার্যক্ষমতা ফিরে আসার সম্ভাবনা তত বেশি।

ফিজিওথেরাপি চিকিৎসা :

মাংসপেশির স্বাভাবিক টান ফিরিয়ে আনা, শরীরের স্বাভাবিক অ্যালাইনমেন্ট ফিরিয়ে আনা, শরীরের বিভিন্ন জয়েন্ট স্বাভাবিক নাড়ানোর ক্ষমতা বা মুভমেন্ট ফিরিয়ে আনা, ব্যালেন্স ও কো-অর্ডিনেশন উন্নত করা স্বাভাবিক হাঁটার মতো ফিরিয়ে আনা, রোগীর কর্মদক্ষতা বাড়ানো, রোগীর মানসিক অবস্থা উন্নত করা, রোগীকে সমাজের মূল স্রোতে ফিরে যেতে সাহায্য করা। স্ট্রোক থেকে বাঁচতে করণীয় স্বাস্থ্যসম্মত জীবন-ব্যবস্থা বজায় রাখলে অনেকখানি ঝুঁকি কমানো যায়। ব্লাডপ্রেসার জানা এবং নিয়ন্ত্রণ করা, ধূমপান এড়ড়য়ে চলা, কলেস্টেরল এবং চর্বি জাতীয় খাবার পরিহার করা, নিয়মমাফিক খাবার খাওয়া, সতর্কভাবে ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ করা, নিয়ম করে হাঁটা বা হালকা দৌড়ান, দুশ্চিন্তা নিয়ন্ত্রণ করা, মাদক না নেওয়া, মদ্য পান না করা ইত্যাদি। স্ট্রোক হলে সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালে নেওয়া উচিত। একজন বিশেষজ্ঞ স্নায়ুবিদের তত্ত্বাবধানে থেকে রোগীর চিকিৎসা করাতে হবে। স্ট্রোক সাধারণত পুরোপুরি ভালো হয় না। রোগীকে সবসময় যত্নের মাঝে রাখতে হয়। ফিজিওথেরাপি করানোর প্রয়োজন হতে পারে।

পরিশেষে এটা বলা যায় স্ট্রোকের ক্ষেত্রে প্রতিরোধই সবচেয়ে বড় চিকিৎসা। নিয়ন্ত্রিত জীবনযাপনই পারে স্ট্রোক থেকে অনেকাংশে মুক্ত রাখতে। অতএব রোগীর শারীরিক সমস্যা দূর করে কার্যক্ষমতা ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে ফিজিওথেরাপি চিকিৎসার ভূমিকা অপরিসীম।

** চিকিৎসা সহকারী*
ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিঃ
বয়রা বিদ্যুৎ ভবন, খুলনা।

কুষ্টিয়ায় ওজোপাডিকো'র নতুন জিআইএস উপকেন্দ্র নির্মাণে ভিত্তি প্রস্থর স্থাপন

কুষ্টিয়ায় বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থায় আধুনিক সম্প্রসারণে আরও একটি নতুন উপকেন্দ্র নির্মাণ কাজের শুভ সূচনা করলেন পদ্মার এপারের বিদ্যুৎ বিতরণ প্রতিষ্ঠান ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (ওজোপাডিকো)। পরিচালন ও সংরক্ষণ সার্কেল কুষ্টিয়া, ওজোপাডিকো'র নিজস্ব ক্যাম্পাসে নির্মিতব্য ৩৩/১১ কেভি, ২x২০/২৬.৬৬ এমভিএ উপকেন্দ্রের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন ওজোপাডিকো'র ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রকৌশলী মোঃ শফিক উদ্দিন। উপকেন্দ্রটির নির্মাণ কাজ সম্পাদন করবে তুর্কি ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান EKOSinerji.

এসময় তিনি বলেন, উপকেন্দ্রটি ২১জেলার মধ্যে প্রথম জিআইএস টাইপ ৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্র হবে যা সম্পূর্ণ আধুনিক প্রযুক্তি সমৃদ্ধ। উপকেন্দ্রটি নির্মাণ শেষে কুষ্টিয়া বিদ্যুৎ ব্যবস্থার উন্নয়নে একটি নতুন মাত্রা যোগ করবে। সম্পূর্ণ সরকারী অর্থায়নে টার্নকি বেসিসে প্রকল্পটির নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হবে। সরকারের টেকসই উন্নয়ন ও ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি "শেখ হাসিনার উদ্যোগ-ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ", এই শ্লোগানের বাস্তবায়ন শুধু সময়ের দাবি।

কুষ্টিয়া সার্কেল এর তত্ত্বাবধায়ক প্রকোশলী মোঃ আরিফুর রহমান বলেন, জিআইএস উপকেন্দ্র একটি আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর উপকেন্দ্র যাহা নির্মানে কনভেনশনাল উপকেন্দ্রের তুলনায় মাত্র ১০% জায়গার প্রয়োজন হবে, পরিবেশ বান্ধব এবং জায়গাটি কুষ্টিয়া ক্যাম্পাসে হওয়ায় লোড সেন্টার বিবেচনায় কারিগরী লস ও কম হবে। এছাড়া উপকেন্দ্রটি পরিচালনার জন্য আলাদা কোন নতুন নিয়ন্ত্রণ কক্ষের প্রয়োজন হবে না একই ভবন হতে উপকেন্দ্র ও নিয়ন্ত্রণ কক্ষ পরিচালিত হবে। তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন কুষ্টিয়া বাসী আরও আস্থাভারে, গুনগত মান ও নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সুবিধা পাবেন।

ভিত্তি প্রস্থর স্থাপন অনষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন-সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক প্রকৌশলী মোঃ আবু হাসানসহ অন্যন্য তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীগণ এবং বিভিন্ন দপ্তরের নির্বাহী প্রকৌশলী ও অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারী বৃন্দ।

কুষ্টিয়া জিআইএস উপকেন্দ্রের ভিত্তি প্রস্থর স্থাপন অনুষ্ঠানে ওজোপাডিকোর ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রকৌশলী মোঃ শফিক উদ্দিন।

এছাড়া ও উপস্থিত ছিলেন বাস্তাবায়নকারী প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশের পক্ষে OTAEN International এর সিইও প্রকৌশলী মোঃ সোহেল রানা।

ইনোভেশন শোকেসিং-২০১৯ ১ম পাতার পর

নবায়নযোগ্য জ্বালানির ডাটাবেইজড, বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড এর- পিআরএল ভোগরত/চুড়ান্ত অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের চুড়ান্ত পেমেন্টের তথ্য মোবাইলের এসএমএস এর মাধ্যমে অবহিতকরণ, ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (ওজোপাডিকো'র)- অন লাইন বিদ্যুৎ সরবরাহ ও কারিগরী সার্ভে এ্যাপস এবং টাইম বেজড প্রিভেন্টিভ মেইনটেন্যান্স এ্যাপস ফর সাবস্টেশন, ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিঃ এর- লাইফ সেভিংস ডিভাইস এগেইন্সট ইলেকট্রিক্যাল হ্যাজার্ড, ডেসকো'র-ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন ইন হ্যান্ড, বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড এর-আলোর ফেরিওয়ালা, পিজিসিবি এর-সার্ভিলেন্স সিস্টেম ফর সিকিউরিটি অব রিভার ক্রসিং টাওয়ার। উদ্যোগ গুলোর মধ্যে ওজোপাডিকো'র-"টাইম বেজড প্রিভেন্টিভ মেইনটেন্যান্স এ্যাপস ফর সাবস্টেশন" উদ্যোগটি তৃতীয়, ডিপিডিসি এর- "লাইফ সেভিংস ডিভাইস এগেইন্সট ইরেকট্রিক্যাল হ্যাজার্ড" দ্বিতীয় এবং বিআরইবি এর-"আলোর ফেরিওয়ালা" প্রথম স্থান অর্জন করে।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি বলেন, ইনোভেশন সমূহ ব্রান্ডিং করা দরকার এবং কৌশল করা দরকার যাতে উদ্যেগসমূহ সবাই জানতে পারে। তিনি আরো বলেন, "Innovation is a Culture" তাই সেবাসমূহ সহজিকরণের নিমিত্তে এই কালচারকে অব্যাহত রাখতে হবে।

বিশেষ অতিথি জনাব নসরুল হামিদ এমপি, আলোর ফেরিওয়ালা, পিজিসিবি এর-সার্ভিলেন্স সিস্টেম ফর সিকিউরিটি অব রিভার ক্রসিং টাওয়ার। উদ্যেগ গুলোর মধ্যে ওজোপাডিকো'র-"টাইম বেজড প্রিভেন্টিভ মেইনটেন্যান্স এ্যাপস ফর সাবস্টেশন" উদ্যোগটি তৃতীয়, ডিপিডিসি এর- "লাইফ সেভিংস ডিভাইস এগেইন্সট ইলেকট্রিক্যাল হ্যাজার্ড" দ্বিতীয় এবং বিআরইবি এর-"আলোর ফেরিওয়ালা" প্রথম স্থান অর্জন মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় বলেন- ইআরপি সফটওয়্যার এর ইন্টিগ্রেশন দ্রুততর করা, পেপারলেস অফিস স্থাপন এবং বিদ্যুৎ বিভাগের গৃহীত ইনোভেশনসমূহ সোস্যাল মিডিয়ায় বেশি বেশি প্রচারের ব্যবস্থা নিতে হবে।

বিশেষ অতিথি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সিনিয়র সচিব(সমন্বয় ও সংস্কার) বলেন বিদ্যুৎ খাতে গত দশ বছর অসামান্য সাফল্য অর্জিত হয়েছে। উক্ত সাফল্যের পিছনে নানাবিধ ইনোভেশন ছিল। তিনি প্রত্যেকটি উদ্যোগের ভূয়সী প্রসংশা করেন।

সভাপতি বিদ্যুৎ বিভাগের সিনিয়র সচিব জনাব ড. আহমদ কায়কাউস ইনোভেটরদের উদ্দেশ্যে বলেন উদ্যোগ গুলো সব আইসিটি ভিত্তিক হচ্ছে তাই এটার বাহিরেও কাজ করতে হবে। অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণের জন্য সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষনা করেন।

ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিঃ (ওজোপাডিকো), বিদ্যুৎ ভবন, বয়রা মেইন রোড, খুলনা-৯০০০, বাংলাদেশ
ফোন: +৮৮০-৪১-৮১১৫৭৩, ৮১১৫৭৪, ৮১১৫৭৫, ফ্যাক্স: +৮৮০-৪১-৭৩১৭৮৬
ই-মেইল: md@wzpdcl.org.bd, wzpdcl.md@gmail.com, web: www.wzpdcl.org.bd